গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৩৩ তারিখঃ ০৮ মাঘ ১৪২৫
২১ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

নভেম্বর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**	(ক) সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলাটির বিষয়ে পিএসসির সুপারিশ অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৯টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	নভেম্বর' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ডিসেম্বর'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১	
বিআরটিএ	২০	০০	২০	০১	০০	০১	১৯	
বিআরটিসি	২০	০২	২২	০৪	০০	০৪	১৮	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	**৪১**	০২	**৪৩**	০৫	০০	০৫	**৩৮**	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ডিসেম্বর ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩০টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২২টি, বিআরটিএ-তে ০৫টি, বিআরটিসি-তে ০২টি এবং ডিটিসিএ-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১৯৮	০৫	৩২০৩	০২	০০	০২	৩২০১
বিআরটিএ	২৩৬	০৫	২৪১	০০	০০	০০	২৪১
বিআরটিসি	৮৪	০২	৮৬	০০	০০	০০	৮৬
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩,৫১৯	১২	৩,৫৩১	০২	০০	০২	৩,৫২৯

www.rthd.gov.bd // date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৪৭টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে ১১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৮টি। ৫৮টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে বিশেষ নজর এবং সর্তকর্তার সাথে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি যুগসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৪টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৬টি। তন্মধ্যে সওজের ১১টি ও বিআরটিএ'র ০৫টি মামলা রয়েছে।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে ডিসেম্বর'২০১৮ মাসে ০৫টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০১টি। সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৩৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে ০৫টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৪১টি। বিআরটিএতে ১টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। কনটেম্পট মামলাটিসহ অন্যান্য সকল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	কনটেম্পট মামলাটিসহ অন্যান্য সকল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৬টি। তন্মধ্যে ০২টি কনটেম্পট পিটিশন মামলা রয়েছে। মামলা দু'টি নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

অডিট আপত্তির বিবরণী:

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৩৪	১,০৯৫	৫,৭২৯	৬১০	-	৭,৪৩৪	০৬ (সাঃ) ৩০ (অঃ)	৭,৩৯৮
বিআরটিসি	৩,৬৮২	২,৪৭০	১,১২১	৯১	-	৩,৬৮২	১৮ (অঃ)	৩,৬৬৪
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	-	২৫৫	-	২৫৫
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
ডিএমটিসিএল	১৯	০৬	১৩	-	-	১৯	০৩ (অঃ)	১৬
মোট	১১,৪১৫	৩,৬২৭	৭,০৮৫	৭০৩	-	১১,৪১৫	৫৭	১১,৩৫৮

যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, নভেম্বর ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৪১৫। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং ৫৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩৫৮টি।

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খসড়া অডিট আপত্তির সংখ্যার গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হলেও কতগুলো খসড়া আপত্তি গড়মিল সংশোধন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে এখনও পাওয়া যায়নি। বিবেচ্য মাসে ২টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (বাজেট) জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় হতে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন সড়ক বিভাগ, জোন ও সার্কেল অফিসে পত্র দেয়া হলেও সঠিক সময়ে কার্যপত্র পাওয়া যায় না। ফলে কাংখিত মাত্রায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। সওজ অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত সময়ে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সওজ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণসহ প্রথম পর্যায়ে সওজ অধিদপ্তরের ২টি সার্কেলের অডিট আপত্তির সার্বিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করার পরামর্শ প্রদান করেন। যথাসময়ে যে সকল সড়ক বিভাগ, জোন ও সার্কেল অফিস কার্যপত্র প্রেরণ করেনি তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) সওজের খসড়া অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
		(ক) (৩) সওজ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
		(ক) (৪) সওজ অধিদপ্তরের ২টি সার্কেলের অডিট আপত্তির সার্বিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) পর্যালোচনা সভা করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
		(ক) (৫) বিভিন্ন সড়ক বিভাগ, জোন ও সার্কেল অফিস হতে যথসময়ে কার্যপত্র প্রেরণ না করায় সংশ্লিষ্টদের কাছে ব্যাখা চাইতে হবে।	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ত্রি-পক্ষীয় সভায় আহবানের জন্য বিআরটিএ হতে কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (বাজেট) জানান কার্যপত্রটি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়নি। সঠিকভাবে প্রস্তুত করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্ররণ করা প্রয়োজন। কার্যপত্র প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পরিচালক (অর্থ) ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হওয়ার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) বিআরটিএ হতে সঠিক ও নির্ভুল কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (খ) কার্যপত্র প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পরিচালক (অর্থ) ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ০৫/১২/২০১৮ তারিখ হতে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাই এর জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(গ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএলে ১৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে বিবেচ্যমাসে ৩ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	(ঘ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৫	২	২৭	৬	২১	
বিআরটিসি	১৫২	-	১৫২	১ (আংশিক পরিশোধ)	১৫২	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৮১**	২	**১৮৩**	৬	**১৭৭**	

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। **খ. বিআরটিসি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২৫,৪৫,০৬,৫৫১.০০ (পঁচিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য ০৩/০৯/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগকে ডিও পত্র এবং ২৬/১১/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত **'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮'** ভেটিং এর জন্য ১৮/১১/২০১৮ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী শর্তসমূহ পূরণ করতে না পারায় কোনো রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়নি। (২) সহকারি সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিআরটিএ হতে নীতিমালার কতিপয় সংশোধনীর বিষয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি সভা আহবান করা হবে।	(১) নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। (২) নীতিমালার কতিপয় পরিবর্তন/সংশোধনের বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে একটি সভা আহবান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	গ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১২২ ধারা মোতাবেক খসড়া বিধি প্রণয়নের জন্য বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত পরামর্শক নিয়োগের বাজেটসহ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাইন্তে পরিচালক (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটিকেই আগামী দুই মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন এবং বিধিমালা চূড়াকরণের সময় প্রয়োজনে কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে জানিয়ে ২৩/১২/২০১৮ তারিখে বিআরটিএকে পত্র দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	ঘ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: প্রধান প্রকৌশলী সওজ জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২০/১২/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সভার নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঙ. মহাসড়ক আইন, ২০১৯: উপসচিব (ডিএমটিসিএল) জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Highway Act যুগোপযোগী করার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে খসড়া "মহাসড়ক আইন, ২০১৯" প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে আইনটি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও যুগ্মসচিব (আইন) উক্ত খসড়া আইনটি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	খসড়া "মহাসড়ক আইন, ২০১৯" সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্মসচিব (আইন)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপন চলছে।	(ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বৃক্ষপালন বিভাগ, ঢাকা ও রাজশাহীর আওতাভুক্ত ১৮টি সেকশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে এককভাবে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর মর্মে প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানিয়েছে। ১৮টি সেকশনের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগগুলো-ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা। এছাড়া, অন্যান্য সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষরোপন করবে।	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদের আওতাভুক্ত ১৮টি সেকশনের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে এককভাবে বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৃত গাছের স্থলে দ্রুত নতুন গাছের চারা রোপন করা হচ্ছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিদর্শন কার্যক্রম ও মৃত গাছের স্থলে নতুন গাছের চারা রোপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	(গ) (১) পরিদর্শন কার্যক্রম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) মৃত গাছের স্থলে নতুন গাছের চারা রোপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) অতিরিক্ত সচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজের প্রতিনিধি জানান আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রণীত নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ঘ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঙ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মৃত গাছের স্থলে নতুন করে চারা রোপণ করা হয়েছে এবং পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলছে।	(ঙ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদের মাধ্যমে সওজের অনুকূলে হস্তান্তরকৃত যে সব জায়গা এখনও সওজের নামে রেকর্ড করা হয়নি যে সব জায়গা চিহ্নিত করা এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা ১০/১২/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে যোগদান করছেন এবং প্রধান কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। তবে এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহের জন্য এস্টেট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য চাহিদাপত্র সংগ্রহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, বিবেচ্যমাসে কোনো উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহপূর্বক পুনরায় অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনা জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করা হয়ে। শিঘ্রই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। চাহিদাপত্র অনুযায়ী মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী হওয়ায় উক্ত শূন্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১২/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়নি। কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ১৭০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,০১৮টি মামলা দায়ের করে ৪১,৮৩,৬১৫/- (একচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত পনের) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৯টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি অবহিত করেন অনেক বেসরকারি কোম্পানি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের নাম ব্যবহার করে মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে সাইনবোর্ড ব্যবহার করছে। এ সকল সাইনবোর্ড সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে সড়ক বিভাগ হতে অনুরোধ করার জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিষয়টি অবহিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের এস্টেট উইং হতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত সাইনবোর্ড অপসারণের জন্য নিজ নিজ সড়ক বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে পত্র দিতে হবে। (খ) মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত সাইনবোর্ড বিষয়ে অবহিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টি। এগুলোর সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা | মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন | নিলাম সংক্রান্ত: বিক্রিত | বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ১৭৩ | ১৭৩ | ১৩২টি | ৪১	(ক) মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, "টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদিনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(ঘ) (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ১৪টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৬টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ৫টি সড়ক বিভাগে (চাঁদপুর/রাঙ্গামাটি/কক্সবাজার/সুনামগঞ্জ/নেত্রকোণা) শেড নির্মাণের কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	(ঘ) (১) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এবং প্রত্যেক বিভাগে আবশ্যিকভাবে শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঘ) (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সংশোধিত বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ হতে চাহিত তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ঘ) (২) সংশোধিত বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ চাইতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	(ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে ১৮/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারী অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে ২৮/১১/২০১৮ তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে সরাসরি চাহিত তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	বিআরটিএ: (১) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। ০৩/১২/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিষয়টি অনেক দিনের পুরনো। তাই এ বিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। সার-সংক্ষেপ পাওয়া মাত্র এ বিষয়ে একটি অভ্যন্তরীণ সভা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে। বিআরটিএ হতে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্তসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফিটনেস প্রদানের সময় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।	(২) গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো হবে।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিসি'র জন্য সংগৃহীত নতুন গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগাতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি বিসংস্থাপন)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা অব্যাহত রাখতে হবে।	
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	জবাব পর্যালোচনা করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব ২৪/১২/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদসহ ২৫টি পদ সৃজনের চাহিত তথ্যাদি ০৮/১১/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখেতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত ১৫/১১/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবটির ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট শাখায় ০২/১২/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হলে প্রস্তাবিত সম্মানীর হার ও অর্থ-বছরের অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ায় প্রস্তাবিত সভার সংখ্যা বিষয়ে পুনঃপর্যালোচনা করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।	Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত বরাদ্দ চেয়ে পুন:প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন
১২.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬,৭৯,০০,০০০/-(ছয় কোটি উনআশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিসেম্বর'২০১৮ মাসে ৫,০০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিসিতে র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার কমে গেছে। এ বিষয়ে বিআরটিসি'র সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি আরও জানান রাস্তার পাশে স্থাপিত বিআরটিসি'র অস্থায়ী টিকেট কাউন্টার ও র‍্যাপিড পাস বিক্রয় কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অপসারণের ফলে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকায় চলাচলরত A/C বাসে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে অপারেটরদের সাথে একটি সভা করা হয়েছে। র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রয়েছে। (৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া গেলে তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (৪) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস বিআরটিসি'র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও বিআরটিসি অদ্যাবধি উক্ত রুটে Rapid Pass ব্যবহার শুরু করেনি। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে। (২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। (৪) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের ১ম ফ্লোরের কলাম-সহ স্লাব কাস্টিং এর কাজ চলমান। সার্বিক ক্রমপুঞ্জিভূক্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩টি বাস ডিপো হতে বিভিন্ন নামে লীজ নেয়া ২৬টি গাড়ীর ইজারা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, ইজারার শর্ত ভঙ্গ ও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বাতিলকৃত ইজারাদার জনাব হাসান আলী মন্ডলের নামে বগুড়া জেলায় ৩৭৬পি/২০১৮ (সদর) নম্বর মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজস্ব অজমার কারণে বাতিলকৃত অন্যান্য ইজারাদারদের নামে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। (২) বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সভা করা হবে মর্মে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (ক) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান,

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) (খ) প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।	বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, জানুয়ারি ২০১৯ মাসের ১ম সপ্তাহে এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে রোড সেফটির বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই এ বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজনে করা হবে।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে ফেব্রুয়ারি'১৯ মাসে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময়ের মধ্যে রোড সেফটি বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ/২০১৮, এপ্রিল/২০১৮, মে/২০১৮, অক্টোবর/২০১৮ এবং নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন ১০/১২/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা) জানান- (১) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে সংস্থাপনে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালায় বয়সসীমা শিথিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সন্নিবেশ প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগবিধির গেজেটের কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। (২) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে আদালতের রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।	(১) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	জ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান- (i) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। (ii) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।	(i) (১) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (i) (২) ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিএমটিসিএল অধিশাখা) জানান- (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটির সভা ২৭/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ২য় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। এ বিভাগের NIS কর্ম পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) ২য় প্রান্তিকের প্রতিবেদন ০১/০১/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত 'অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা' ১৮/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশীজন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া 'দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কার্যক্রমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ : (i) 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান' বিষয়ে এ বিভাগের ৫১জন কর্মকর্তা এবং ৫৬জন কর্মচারীসহ মোট ১০৭ জন (ii) গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন' বিষয়ে ৬৩ জন এবং (iii) 'তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট	চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ' বিষয়ে ১০৩জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (গ) শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।		
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে এ বিভাগে পত্রযোগে ০৩টি এবং অনলাইনের মাধ্যমে ০১টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ০৪টি অভিযোগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট ০১টি মতামতের জবাব দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট (৪-১)=০৩টি অভিযোগের মধ্যে ০২টি সওজ অধিদপ্তর এবং ০১টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। নভেম্বর ২০১৮ মাসে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ ০৩টিসহ সর্বমোট ৬টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। ৪টি অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০১টি অভিযোগের বিষয়ে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সওজ অধিদপ্তরে পেন্ডিং ১টি অভিযোগের জবাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগ ও সওজ অধিপ্তরের প্রকল্প পরিচালকদের iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে সিজিএ ভবনে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে গত ১৯/১২/২০১৮ ও ২৪/১২/২০১৮ তারিখে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২৪/০১/২০১৯ তারিখে পুনরায় আরো একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৩১/০১/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সংশোধিত বাজেটের ওপর সভা অনুষ্ঠিত হবে।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশোধিত বাজেট সভায় সংশ্লিষ্টদের উপস্থিত থাকতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Service Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জানুয়ারি ২০১৯ মাসে Innovation সংক্রান্ত Workshop আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত Innovation সংক্রান্ত Workshop অনুষ্ঠানের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত Workshop-এর আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডিসেম্বর'১৮ মাসে সওজ অধিদপ্তর ৬১টি নথি ও ৬৩টি পত্রজারি বিআরটিএ ৭১টি নথি ও ৬৫ টি পত্রজারি, বিআরটিসি ২৬৪টি নথি ও ৫৮টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ২৩টি নথি ও ২টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথতি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সক্রিয় হওয়ার জন্য সভাপতি সকলকে পরামর্শ প্রদান কররেন।	ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৭) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর ওপর Power Point উপস্থাপন করেন। এছাড়া, অন্যান্য অংশগ্রহণকারী ব্লু-ইকোনমিতে এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতার ওপর মতবনিময় ও সুপারিশ প্রদান করেন। পরিবর্তিতে আরো বড় পরিসরে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে।	ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বড় পরিসরে ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	(ঝ) ডিটিসিএ'র কার্যাবলি সম্পর্কিত: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান- (১) ডিটিসিএ'র নতুন সৃজিত আউটসোর্সিং ১১টি গাড়ীচালকের মধ্যে ০১টি পদ এবং ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ০৭টি পদ আউটসোর্সিং এর পরিবর্তে স্থায়ীকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য ১৪/০১/২০১৯ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।	(১) পদ নিয়মিতকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রেরণের জন্য ডিটিসিএ-কে ১৪/০১/২০১৯ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তথ্যাদি পাওয়ার পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(২) চাহিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মেটিং এর জন্য নথি পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	(৩) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(৩) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রধান প্রকৌশলী মতামত প্রদান করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/০১/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-24